Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 08-09-2026 21:45 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

২১ ভাদ্র ।। ১৪৩৩।। মঙ্গলবার ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৫৭৭ সংখ্যা ।। ৮ পাতা

একবার আমাকে ট্রাই করে দেখুন,' রিয়ালিটি শোয়ে প্রস্তাব রাখির!

হাসিনার সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের তোড়জোড় তুঙ্গে!

আগামী বছরই ছুটবে বুলেট ট্রেন, সময়সীমা ঘোষণা করলেন রেলমন্ত্রী

বাংলায় এসে বাঙালিকেই অপমান! ভণ্ড বিতর্কে বাগেশ্বরের বিরুদ্ধে ভবানীপুর থানায় দায়ের অভিযোগ

উত্তরপ্রদেশ-পাঞ্জাব-সহ পাঁচ রাজ্যে নির্বাচন কবে? ইঙ্গিত মিলল কমিশন সূত্রে

দোষীদের রেয়াত নয়

জিটিএ দুর্নীতিতে কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানা ঃ জিটিএ দুর্নীতি প্রসঙ্গে ফের কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, জিটিএ দুর্নীতিতে জড়িতদের কাউকে রেয়াত করা হবে না। এফআইআর হবে, প্রয়োজনে গ্রেপ্তারও করা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, পাহাড়ের উন্নয়নই একমাত্র লক্ষ্য, তাই দুর্নীতির প্রশ্নে কোনও ছাড় দেওয়া হবে না। এদিন তিনি জানান, জিটিএ-র বাজেট দ্বিগুণ করা হয়েছে। কালিম্পংয়ে মেডিক্যাল কলেজ তৈরির জন্য শীঘ্রই ভূমিপুজো হবে বলেও ঘোষণা করেন তিনি। পাশাপাশি পাহাড়ে বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য ২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে কপ্টারে কালিম্পং যাওয়ার কথা থাকলেও কুয়াশার কারণে অবতরণ সম্ভব হয়নি। কিছুক্ষণ আকাশে চক্কর কাটার পর কপ্টার ফিরে আসে শিলিগুড়িতে। সেখানে উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী এবং ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আধিকারিকদের নির্দেশ দেন।রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই জিটিএ দুর্নীতি নিয়ে সরব শুভেন্দু অধিকারী। এর আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠক করে পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধানের বার্তা দিয়েছিলেন। এদিন মালদহের বন্যা পরিস্থিতি ও তিস্তার অবস্থা নিয়েও আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী।দুর্নীতি প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ১১ বোর্ডের টাকা নয়ছয় হয়েছে। পানীয় জল, শিক্ষক নিয়োগ থেকে একাধিক ক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়েছে। লুট হওয়া টাকা ফেরত নেওয়া হবে।পাহাড়ের উন্নয়নেও একাধিক পদক্ষেপের কথা জানান তিনি। গতবারের ধসে ক্ষতিগ্রস্ত ৭৪টি পরিবারকে ৩ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ১২৩ জন আয়ুষ্মান কার্ডে চিকিৎসা পেয়েছেন এবং ১৫ হাজার মহিলা অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা পেয়েছেন।

উত্তরবঙ্গের চা-শ্রমিকদের

পুজো বোনাসে ২০ শতাংশের সুপারিশ

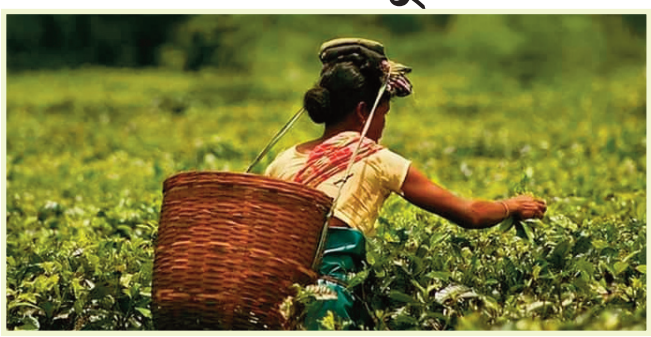

নয়া জামানা ঃ উৎসবের আগে উত্তরবঙ্গের প্রায় পাঁচ লক্ষ চা-শ্রমিকের জন্য সুখবর দিল রাজ্য সরকার। ২০ শতাংশ হারে পুজো বোনাস দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।এদিন শ্রম দফতরের অতিরিক্ত লেবার কমিশনার এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করেন। জানানো হয়েছে, আগামী ৫ অক্টোবরের মধ্যে শ্রমিকদের প্রাপ্য বোনাসের অর্থ মিটিয়ে দিতে হবে।নির্দেশিকা অনুযায়ী, কোনও শ্রমিকের বেতন নির্ধারিত সীমার বেশি হওয়ায় বোনাস প্রদান আইন, ১৯৬৫ অনুসারে তিনি বোনাসের অযোগ্য হলেও, তাঁর বেতন সীমার মধ্যেই রয়েছে ধরে বোনাস বিবেচনা করা হবে। মাসিক বেতনভোগী শ্রমিকদের জন্য সিলিং লিমিট গত বছরের মতোই বহাল রাখা হয়েছে।এবার কোনও দ্বিপাক্ষিক বা ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ছাড়াই সরাসরি এই নির্দেশ জারি হয়েছে। এতে সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে স্বস্তি দেখা গেলেও অতীত অভিজ্ঞতা তাঁদের একাংশকে সংশয়ী করে তুলেছে, কারণ গত বছরেও একই হারে বোনাসের অ্যাডভাইজারি জারি হলেও অনেক চা-বাগানের শ্রমিক তা পাননি। অন্যদিকে চা-শিল্পের দীর্ঘকালীন মন্দা, নিলামে দাম না পাওয়া এবং উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির যুক্তি দেখিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বাগান মালিকদের একাংশ।বামপন্থী চিয়া কামান মজদুর ইউনিয়ন-এর দার্জিলিং জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ এই পদক্ষেপকে কাগজে-কলমে দায়সারা বলে কটাক্ষ করেছেন। কংগ্রেস-সংগঠিত আইএনটিইউসি নির্দেশিকাকে স্বাগত জানিয়েও গত বছরের বকেয়া বোনাস দ্রুত মেটানোর দাবি জানিয়েছে।আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রশংসা করে বলেছেন, এতে শ্রমিকস্বার্থ সুরক্ষিত হয়েছে।

ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস বিতর্কে হাইকোর্টে বাড়ি মালিক

নয়া জামানা ঃ এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ ক্যামাক স্ট্রিটের সেই বিতর্কিত বাড়ির মালিকপক্ষ।এই ভবনটির সপ্তম ও অষ্টম তলে রয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক দফতর। বিল্ডিংয়ের মালিক গোয়েঙ্কা পরিবার নিম্ন আদালতের একটি নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মঙ্গলবার বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্যের বেঞ্চে নতুন মামলা দায়ের করেছে।ঘটনার সূত্রপাত ২০২০ সালে। সে সময় ওই বাড়ির মালিকপক্ষের সঙ্গে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের একটি চুক্তি হয়েছিল, যাতে সই করেছিলেন বর্তমানে কারাবন্দি বিতর্কিত নেতা দেবরাজ চক্রবর্তী। মালিকপক্ষের আইনজীবীর দাবি, চুক্তিতে মূল ভবনের একটি সুনির্দিষ্ট অংশ ব্যবহারের কথা থাকলেও, শর্তকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অতিরিক্ত জায়গা জবরদস্তি দখল করে নেওয়া হয়। এমনকি, বাড়ির প্রবীণ গৃহকর্ত্রী রমা দেবী গোয়েঙ্কাকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে গোটা চত্বরে বিশালাকার হোর্ডিং ও বিলবোর্ড ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। সে সময় শাসকদলের প্রভাবের মুখে পড়ে অসহায় গৃহকর্ত্রী কোনও মৌখিক বা লিখিত আপত্তি জানানোর সাহসটুকুও পাননি।পরবর্তীতে অভিষেকের দফতর জোর করে ওই চত্বর দখল করে রেখেছে অভিযোগ তুলে যুব তৃণমূলকে নোটিস পাঠায় মালিকপক্ষ। ভাড়াসংক্রান্ত দীর্ঘ জটিলতা তৈরি হওয়ায় নিম্ন আদালত পর্যন্ত, যেখানে বিচারক ওই সম্পত্তি নিয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দেন। এ দিন মালিকপক্ষ মূলত সেই নিম্ন আদালতের নির্দেশকেই চ্যালেঞ্জ করে উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হয়েছে।সাম্প্রতিক অতীতে এই ভবনটিকে কেন্দ্র করে একাধিক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংঘাতের চিত্র সামনে এসেছে। কিছুদিন আগে ক্যামাক স্ট্রিটের ওই দফতর থেকে অবৈধ বিলবোর্ড সরাতে গিয়ে কলকাতা পুরসভার আধিকারিকদের সঙ্গে অভিষেক-অনুগামীদের বচসা ও পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। সেই সংক্রান্ত মামলায় হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ না করায় তৃণমূল সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গিয়েছে। এই গোলমালের মাঝেই দমকল বিভাগ ভবনের মালিককে একটি কড়া নোটিস পাঠায়। সেখানে উল্লেখ করা হয়, সপ্তম ও অষ্টম তলে অগ্নিনিরোধক ব্যবস্থা আইনসম্মত নয়, তাই অবিলম্বে ওই চত্বর খালি করতে হবে। দমকলের এই নির্দেশ হাতে পেয়েই মালিকপক্ষ অভিষেকদের দফতর অবিলম্বে খালি করার নির্দেশ দেয়।দমকলের নোটিসকে চ্যালেঞ্জ করে সোমবারই বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিল কালীঘাট শিবির। সে দিন মামলার শুনানিতে বিচারপতি কৃষ্ণ রাও প্রশ্ন তোলেন, ভাড়াটিয়াদের কি জায়গা খালি করার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেওয়া হয়েছে? পাশাপাশি মালিকপক্ষ কেন এতদিন আদালতে আসেননি, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি। বিচারপতির সেই আইনি পর্যালোচনার পরের দিনই অর্থাৎ মঙ্গলবার সরাসরি হাইকোর্টে মামলা করে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল বাড়ির মালিকপক্ষ।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 08-09-2026 21:45 Page 2

‘হু ইজ কিষাণজী’ ?

জানে নন্দীগ্রাম

লিখেছেন চন্দন দাস

‘হু ইজ কিষাণজী?’ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রশ্ন করেছেন। পরপর দু’দিন করেছেন; সোমবার এবং মঙ্গলবার। ঠিক করেছেন। ঠিক প্রশ্ন করেছেন। প্রশ্ন করাই উচিত; কে কিষাণজী? লোকটি কত বড় মাতব্বর? যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস ফ্যাকাল্টির ছাত্রছাত্রীদের হস্টেলে নাকি কিষাণজীর ছবি আছে। কিষাণজীকে নাকি সেখানে ছাত্রছাত্রীরা সেলাম জানায়। যদি এমন কিছু হয়, কেন জানাবে? যদি এমন কেউ করেন তাঁর খবর নেওয়া উচিত ফুলচাঁদ মাহাতো কে? বাঁশপাহাড়ির দশম শ্রেণির ছাত্র ফুলচাঁদ মাহাতো খুন হওয়ার পর কিষাণজী সেই কিশোর স্কুলছাত্রকে ‘প্রতিক্রিয়াশীল’ বলেছিলেন নিজের বিবৃতিতে। ফুলচাঁদের বাড়িতে আর কেউ থাকেন না। বাড়ির লোকরা অন্য গ্রামে চলে গেছেন। বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-ঝাড়গ্রাম জেলার সীমান্তের সেই গ্রামে ফুলচাঁদের নামটুকু আছে; শালের মতো মাথা তুলে। আজ এসে পড়েছেন সেই ফুলচাঁদকে ‘প্রতিক্রিয়াশীল’ বলে তাঁর খুনকে ন্যায্য দাবি করা কিষাণজীর কথা। যাদবপুরে সম্প্রতি আরএসএস-এর ছাত্র সংগঠন এবিভিপি রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ। তাদের মোকাবিলা করেছে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। প্রতিরোধ করা ছাত্ররা মূলত বিভিন্ন বামপন্থী সংগঠনের কর্মী, সমর্থক। ভোররাতে হিন্দুরাষ্ট্রকামী অছাত্রদের সেই হামলার ঘটনার তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে রাজ্যে, রাজ্যের বাইরেও। কিন্তু ‘রাষ্ট্রবাদী’ মুখ্যমন্ত্রী এত সহজে দমবার মানুষ নন। তিনি দাবি করেছেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে কিষাণজীর ভজনা হয়। তিনি ‘শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির রাজ্যে’ এসব করতে দেবেন না। সেই সূত্রেই তিনি মঙ্গলবার একটি বাংলা নিউজ চ্যানেলের অনুষ্ঠানে বলেছেন,‘হু ইজ কিষাণজী? দেশের এক হাজারের বেশি নাগরিককে খুন করেছে। সেই তালিকায় কী রাজ্যের জঙ্গলমহলের প্রায় ৩৫০জন গ্রামবাসী আছেন? যাঁদের কিষাণজীর বাহিনী খুন করেছিল; ২০০৬ থেকে ২০১১-এর মধ্যে। তাঁদের প্রায় ৫৬ জন এখনও নিখোঁজ আছেন। তাঁদের মধ্যে ছাত্র আছেন, শিক্ষক আছেন। শিল্পী আছেন। প্রতিবন্ধী আছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সেই ‘এক হাজার’ জনের তালিকায় রাজ্যের সেই প্রায় ৩৫০জন কী আছেন? মুখ্যমন্ত্রী প্রায় চাপা পড়ে যাওয়া সেই প্রশ্ন আবার তুলে আনলেন। তাঁকে বাহবা দিতেই হবে! তবে এখন প্রধান প্রশ্ন হলো ; ‘হু ইজ কিষাণজী’? ২০০৪-এর ২১শে সেপ্টেম্বর দেশে একটি নতুন দল তৈরি হয়। তার নাম সিপিআই(মাওবাদী)। নিষিদ্ধ সিপিআইএম-এল(পিপলস ওয়ার) এবং এমসিসি মিলে তা তৈরি হয়। তৈরি হয়েছিল দন্ডকারণ্যের গভীরে; এক সম্মেলনে। কিষাণজী সেই দলের নেতা ছিলেন। পুরো নাম মাল্লোজুলা কোটেশ্বর রাও। কিন্তু এইটুকু বললে পশ্চিমবঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে কিষাণজীকে ঠিক চেনা যাবে না। কিষাণজীর নেতৃত্বাধীন মাওবাদীদের, কিংবা মাওবাদীদের নেতা কিষাণজীকে চিনতে হলে প্রথমেই যেতে হবে নন্দীগ্রামে। নন্দীগ্রামই প্রথম জেনেছে;‘হু ইজ কিষাণজী।’ নন্দীগ্রামই খুব স্পষ্ট করে জানিয়েছিল যে, মুখে সশস্ত্র পথে দেশে ‘নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব’ সম্পন্ন করার কথা বললেও মূলত দেশে বিজেপি-বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শক্তিশালী ঘাঁটিতে বামপন্থীদের খুন করে, মেরে, ভয় পাইয়ে দুর্বল করাই ছিল কিষাণজী ও তার বাহিনীর লক্ষ্য। সেই ক্ষেত্রে নন্দীগ্রামে তৃণমূলের সঙ্গে মিলে কাজ করেছিল কিষাণজীর বাহিনী। পরবর্তীকালে তা সম্প্রসারিত হয় লালগড় সহ জঙ্গলমহলে। নন্দীগ্রামে তৃণমূল-মাওবাদীদের যৌথ কমিটির নাম ছিল ‘ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি।’ লালগড়ে তার নাম ছিল ‘পুলিশী সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটি। ওহো! একটি কথা এই সূত্রে বলে রাখা জরুরি। ২০০৭ পরবর্তী সেই সময়ে দুই মেদিনীপুর সহ জঙ্গলমহলে তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠনের দায়িত্ব মমতা ব্যানার্জি দিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারীকেই। তখন কিন্তু তাঁর ভাইপোর কথা মনে পড়েনি। ভাইপোর কেরামতি নিয়ে তাঁরও যে সন্দেহ ছিল, তা তিনি তখনই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।যাক এ সব কথা। মাওবাদীরা কী জানিয়েছিল?নন্দীগ্রাম সংক্রান্ত মাওবাদীদের একটি নথি ছিল ; ‘সেজ-বিরোধী ঐতিহাসিক নন্দীগ্রাম সংগ্রামের মূল্যায়ন’। ২০০৮-র ফেব্রুয়ারিতে মাওবাদীদের রাজ্য কমিটির এক বর্ধিত বৈঠকে চূড়ান্ত হয়েছিল এই নথি। সেই ১৩ পাতার দলিলের ৪নং পাতায় কিষাণজীর কবজায় থাকা সিপিআই(মাওবাদী)-র রাজ্য কমিটি বলেছিলো ; ‘‘নন্দীগ্রামে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির নেতৃত্বের সঙ্গে আমাদের ভালো সম্পর্ক ছিলোখবেশিরভাগ সময়ে টিএমসি-র সাথেই আলোচনা করে জনসভা, মিছিল, ঘেরাও, ট্রেনিং বিশেষ করে প্রতিরোধের কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে।’’ এই সূত্রেই চলে আসে তৃণমূল সাংসদ কবীর সুমনের স্বীকারোক্তির প্রসঙ্গ। ‘নিশানের নাম তাপসী মালিক’ বইতে তিনি নন্দীগ্রামের ঘটনাপ্রবাহে মাওবাদী-তৃণমূল ঘনিষ্ঠতার বিবরণ দিয়েছেন। এমনকি খোদ তৃণমূল ভবনে দুই মাওবাদীর সঙ্গে মমতা ব্যানার্জির বৈঠকের বিবরণও দিয়েছিলেন প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ।এমন অজস্র নথি আছে যা থেকে বোঝা জায়, জানা যায় যে, নন্দীগ্রামে আরএসএস-এর তৈরি তৃণমূল কংগ্রেস এবং কিষাণজীর বাহিনী হাতে হাত মিলিয়ে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ‘কাজ’ করেছিল। নন্দীগ্রামে রাস্তা কেটেছিল, ব্রিজ ভেঙেছিল, পঞ্চায়েত অফিস পুড়িয়েছিল। খুন জখমও করেছিল। অনেক। বলাবাহুল্য, সেই সব অপারধই ‘গুন্ডা দমন আইন’ এবং সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস সংক্রান্ত আইনের আওতায় পড়ে। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ২০০৭-এর ১১ফেব্রুয়ারি খেজুরির হেঁড়িয়ার জনসভা থেকে স্পষ্ট ঘোষণা করেছিলন যে, মানুষ না চাইলে নন্দীগ্রামে এক ছটাক জমি নেওয়া হবে না। তারপরও তৃণমূল-মাওবাদীরা নন্দীগ্রামের সশস্ত্র দখল ছাড়েনি, অবরোধ তোলেনি।সেই সবের পিছনে যিনি ছিলেন, তিনিই কিষাণজী। শুভেন্দু অধিকারী নিশ্চয়ই জানেন। তিনি নন্দীগ্রামকে হাতের তালুর মতো চেনেন। তিনি সেই কিষাণজী, যাকে সবার আগে অনেক ক্ষতি স্বীকার করে চিনেছে নন্দীগ্রাম। ২০০৯-র ১৪ই মার্চ নন্দীগ্রাম মমতা ব্যানার্জির মুখ থেকে শুনেছিল, আমাদের স্লোগান হবে প্রতি পেটে ভাত চাই। প্রতি হাতে কাজ চাই। বাইরের রাজ্য থেকে সব ছেলেকে ফিরিয়ে আনবো। আর নন্দীগ্রামকে সোনায় মুড়ে দেবো। সব আইডিয়া আমার আছে।’’ সেই আইডিয়ারই অংশ ছিল নন্দীগ্রামের জেলিঙহ্যামে বার্ন স্ট্যান্ডার্ডের পরিত্যক্ত জমিতে রেলের যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা। শিলান্যাসও করেছিলেন মমতা ব্যানার্জি। কিন্তু কখনো হয়নি। নন্দীগ্রামে আজকের মুখ্যমন্ত্রীর প্রাক্তন সহকর্মী সেখ সুফিয়ানের ‘জাহাজ বাড়ি’ ছাড়া বলার মতো কোনও সোনাই ফলেনি গত ১৫ বছরে।সে যা হওয়ার হয়েছে। কিন্তু মোদ্দা কথা হলো; শুভেন্দু অধিকারী নন্দীগ্রামের সেই ‘ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি’র প্রাণপুরুষ, প্রধান নেতা হিসাবে কিষাণজী নিশ্চয় তখনই চিনেছেন, জেনেছেন। মানে তার কাজ, ভাবনা, গভীর ভাবনা, গুরুতর ভাবনা সবই তিনি নন্দীগ্রাম, লালগড়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে জেনেছেন, বুঝেছেন। উপলব্ধি করেছেন।মুখ্যমন্ত্রী আসলে আজকের প্রজন্মকে জানাতে চেয়েছেন কিষাণজীর পরিচয়। পশ্চিমবঙ্গের আজকের দুর্দশার জন্য অন্যতম দায়ী কিষাণজী। সেটা তো তরুণ প্রজন্মকে জানাতে হবে। প্রমোদ দাশগুপ্তর ভাষায়;

‘পঞ্চম বাহিনী।’ আসলে ফ্যাসিবাদের পরোক্ষে সহায়ক শক্তি। কারও রাগ হলো। কিছু করার নেই। ২০০৭ থেকে আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস তাই বলছে। নন্দীগ্রামের ঘটনা, তৃণমূল-মাওবাদীদের নৃশংসতা দেখে প্রয়াত আজিজুল হক কী বলেছিলেন, জানেন? ‘ধেয়ে আসা ফ্যাসিবাদ।’ সত্যি কিনা? সৌ ঃ দৈনিক আজাদি।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 08-09-2026 21:45 Page 3

নাদিমুলের বাড়ি-অফিসে ইডি হানা, ৬০ কোটির লেনদেনে গরমিল

নয়া জামানাঃ তৃণমূল সাংসদ নাদিমুল হকের বাড়ি ও অফিসে টানা ২৪ ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালাল ইডি। সোমবার সকাল থেকে শুরু হওয়া তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব শেষে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ বেরিয়ে যান ইডি আধিকারিকরা। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, নাদিমুল হকের সংবাদপত্র অফিসের আড়ালে তৃণমূলের নামে বেআইনি আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নামেন তাঁরা। তদন্তে প্রায় ৬০ কোটি টাকার গরমিল ধরা পড়েছে। এই বিপুল অর্থ কাদের অ্যাকাউন্টে আদানপ্রদান হয়েছে, হাওয়ালার মাধ্যমে লেনদেন হয়েছে কি না, তা জানতে রাজ্যসভার এই তৃণমূল সাংসদকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন ইডি আধিকারিকরাপার্ক সার্কাসে নাদিমুল হকের একটি উর্দু সংবাদপত্রের দপ্তর রয়েছে। অভিযোগ, এই দপ্তরের আড়ালেই চলত বেআইনি আর্থিক লেনদেন। এমনকী কালীঘাট তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট থেকেও নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ পাচারের অভিযোগ ওঠে নাদিমুলের অফিসের বিরুদ্ধে। গত মাসে বিধাননগর থানায় এই সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্তে নেমে সোমবার সকাল থেকে সাংসদের কলকাতার বাড়ি ও অফিস ছাড়াও দিল্লি ও রাঁচির দপ্তর মিলিয়ে মোট সাতটি ঠিকানায় একযোগে অভিযান চালায় ইডি। তল্লাশি শুরুর সময় নাদিমুল হক রাঁচিতে ছিলেন। সেখান থেকে সোমবার রাতেই তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয় এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়েই বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালানো হয়।ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্যাঙ্ক লেনদেনের নথি ও কিছু ডিজিটাল ফাইল খতিয়ে দেখা হয়েছে, যেখানে ৬০ কোটি টাকার লেনদেনের সপক্ষে কোনও যথাযথ প্রমাণ মেলেনি। এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদে নাদিমুল হকও সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি বলে দাবি তদন্তকারীদের।হাওয়ালার মাধ্যমে ওই টাকা লেনদেন হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।তবে এই দীর্ঘ তল্লাশি নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল। দলের প্রতিক্রিয়া, এত ঘণ্টা তল্লাশি চালিয়েও ইডির হাতে শূন্য ছাড়া কিছু আসেনি। শুধু একটি পুরনো ফোন ও ট্যাব বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, যাতে দলের নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য ছিল।

আমিষ-নিরামিষ বিতর্কে দিলীপ ঘোষ

খাদ্যাভ্যাসে ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষে সওয়াল

নয়া জামানাঃ বাংলার আমিষ-নিরামিষ বিতর্কে এবার সরাসরি মুখ খুললেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। মধ্যপ্রদেশের ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ শাস্ত্রী, ওরফে বাগেশ্বর বাবা, সম্প্রতি পুজোয় আমিষ ভক্ষণকারীদের পাখণ্ডী বলে মন্তব্য করার পর থেকেই এই বিতর্ক তুঙ্গে উঠেছে। মঙ্গলবার সকালে নিউটাউনের ইকো পার্কে মর্নিং ওয়াকে গিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ স্পষ্ট জানান, কে কী খাবে, তা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত

পছন্দের বিষয়, এখানে কোনও জোরজুলুম চলতে পারে না।নিজের খাদ্যাভ্যাস প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তিনি মাছ ছাড়া অন্য কিছু খান না, তবে যে যা খেতে চাইবে, তা-ই খাবে, এ নিয়ে অহেতুক বিতর্কের কোনও প্রয়োজন নেই। বাংলার দেবী আরাধনার ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে তিনি বলেন,

দুর্গা বা কালীপুজোয় বলিপ্রথা এবং পাঁঠার মাংস প্রসাদ গ্রহণের বহু পুরনো রীতি রয়েছে রাজ্যে। স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, দেশ যতদিন থাকবে, ততদিন মা কালী পাঁঠা খাবেন এবং শিব ডমরু বাজাবেন, তাই পুজোয় আমিষ খাওয়া নিয়ে ক্ষোভের কোনও কারণ নেই।বাগেশ্বর বাবার মন্তব্যের প্রসঙ্গে কটাক্ষ করে দিলীপ প্রশ্ন তোলেন, তাঁর কাছে যাওয়া অগণিত ভক্তের মধ্যে কেউ মাছ-মাংস

স্পর্শ করেন না, এমনটা তিনি নিশ্চিত করে বলতে পারবেন কি না। সাধু-সন্ন্যাসীরা মূলত স্বাস্থ্যের কারণেই নিরামিষের পক্ষে বলেন বলে মনে করেন তিনি, যদিও বাংলার সংস্কৃতি ভিন্ন। পাশাপাশি প্রাক্তন তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণের অভিযোগও তোলেন তিনি। রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও একই সুরে বাঙালির খাদ্যাভ্যাস ও ধর্মীয় আচার রক্ষার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন।

পুজোর আগে কলকাতায় খাদ্য সুরক্ষা অভিযান ৪০ রেস্তরাঁর লাইসেন্স স্থগিত

নয়া জামানাঃ পুজোর আগে কলকাতা পুরসভার খাদ্য সুরক্ষা দফতরের অভিযানে শহরের একাধিক নামজাদা রেস্তরাঁ ও মিষ্টির দোকানে মিলল চরম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। গত এক সপ্তাহ ধরে চলা এই অভিযানে ১৭০টি রেস্তরাঁয় তল্লাশি চালানো হয়েছে, যার মধ্যে ৪০টি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে।তালিকায় রয়েছে রিপন স্ট্রিটের করিমস, ধর্মতলার নিজামস, শিমলা বিরিয়ানি, পার্কস্ট্রিটের তুং ফং ও মোক্যাম্বো, চায়না টাউনের বিগ বস, গড়িয়ার কিছু রেস্তরাঁ, বারাসতের এক মলের ফুড প্লাজা এবং ডেকার্স লেনের বেশ কিছু দোকান। এছাড়া বলরাম মল্লিক,

গিরীশ চন্দ্র দে ও মিষ্টিমুখের মতো জনপ্রিয় মিষ্টির দোকানও এই তালিকায় জায়গা পেয়েছে।অভিযানে দেখা গেছে, রান্নাঘর ও খাদ্য সংরক্ষণের জায়গায় নেই ন্যূনতম পরিচ্ছন্নতা। পচা খাবার, ছত্রাক ধরা সামগ্রী এবং নিম্নমানের মাংস মিলেছে বহু জায়গায়। এমনকি যে তেল সর্বোচ্চ তিনবার ব্যবহারযোগ্য, তা কয়েকশো বার ব্যবহার করে রান্না করা হচ্ছিল বলেও অভিযোগ, যা খাবারকে বিষাক্ত করে তুলছে। এই কয়েকদিনে প্রায় দেড় টন নষ্ট খাবার বাজেয়াপ্ত করে ধ্বংস করা হয়েছে।কলকাতা পুরসভার কমিশনার স্মিতা পান্ডে জানান, হাইজিন ও ফাঙ্গাসের সমস্যাই মূল উদ্বেগের কারণ, এবং ৪০টি প্রতিষ্ঠানের পরিস্থিতি রীতিমতো উদ্বেগজনক।

গাছ কাটা-সরকারি জমি দখলে বুলডোজার

হুঁশিয়ারি মন্ত্রী দিলীপের

নয়া জামানাঃ গাছ কেটে, সরকারি জমি দখল করে কিংবা নদী-খাল ভরাট করে নির্মাণ করা হলে এবার কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। তিনি জানান, প্রথমে সংশ্লিষ্টদের নোটিস পাঠানো হবে। তাতেও কাজ না থামলে চলবে বুলডোজার। মঙ্গলবার বারাকপুরের সূর্যপুরে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন মুখ ও বধির বালিকা বিদ্যালয় ও হোমে গিয়েছিলেন মন্ত্রী। সেখানে গাছের চারা রোপণ করে রাজ্য সরকারের একদিনের বৃক্ষরোপণ অভিযানের সূচনা করেন তিনি।তৃণমূল আমলে সরকারি খাসজমি দখল করে বেআইনি নির্মাণের একাধিক অভিযোগ উঠেছিল। বিজেপি সরকারের আমলে বহু জায়গায় সেই দখল হওয়া জমি মুক্ত করা হয়েছে বলে দাবি করেন মন্ত্রী। বেআইনি নির্মাণ কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না বলে সরকারের তরফে বারবার বার্তা দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গেই দিলীপ ঘোষ বলেন, যারা বেআইনিভাবে গাছ কাটছে, সরকারি জমি দখল করছে, নালা-খাল বন্ধ করে দিচ্ছে বা নদী ভরাট করে নির্মাণ করছে, তাদের সবাইকে নোটিস পাঠানো হবে। পরে বুলডোজার চালানো হবে এবং কেউ তা আটকাতে পারবে না। এছাড়া প্রয়োজনীয় অনুমতি বা ফায়ারের লাইসেন্স ছাড়া গড়ে ওঠা নির্মাণের

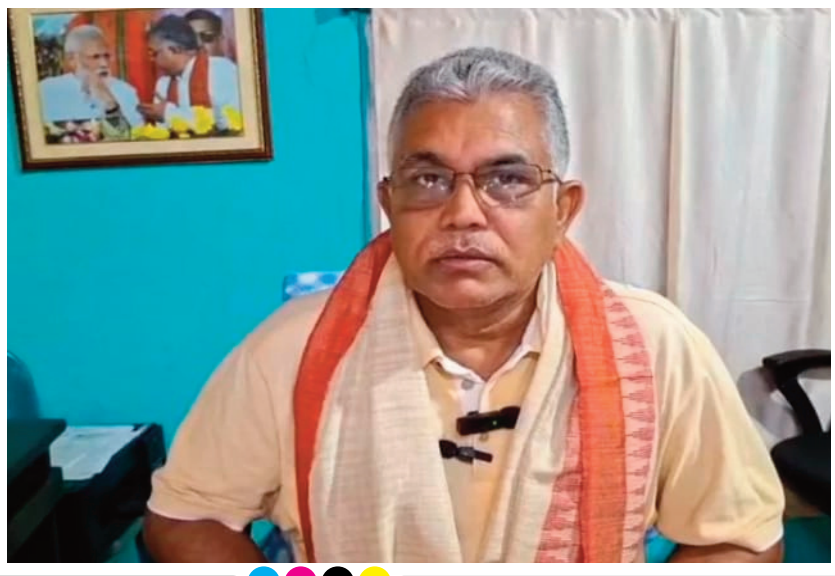

বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি। কিছু ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে পদক্ষেপ শুরু হয়েছে, বাকি ক্ষেত্রেও শীঘ্রই তা করা হবে।এদিন রাজ্যজুড়ে ব্যাপক বৃক্ষরোপণ পরিকল্পনার কথাও জানান মন্ত্রী। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে ৪০ হাজার গ্রামে মোট ৪০ লক্ষ গাছ লাগানো হবে। প্রতিটি গ্রামে ১০০টি করে গাছের পাশাপাশি স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, হস্টেল, বিশ্ববিদ্যালয় ও আশ্রম মিলিয়ে ৪৩৪টি প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৪, ৫০০ গাছ লাগানো হবে। শুধু রোপণ নয়, জি-রাম-জি প্রকল্পের শ্রমিকদের দিয়ে গাছ ঘিরে দেওয়া ও দেখভালের ব্যবস্থাও থাকবে, দৈনিক ৩০০ টাকা মজুরিতে যা কয়েক লক্ষ কর্মদিবস তৈরি করবে। জঙ্গলমহলে হাতির উপদ্রব ঠেকাতে সংশ্লিষ্ট গ্রামের পাশে পাঁচ ফুট গভীর ও চওড়া ট্রেঞ্চ তৈরির প্রস্তাবও দেন তিনি।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 08-09-2026 21:45 Page 4

সম্পাদকীয়

৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। মঙ্গলবার

বাতাসেই বিষ !

লখনউয়ের জন্য গর্বের খবর, কলকাতার জন্য লজ্জার। একদিকে দেশের এক কোটির বেশি জনসংখ্যার শহরগুলির মধ্যে পরিচ্ছন্ন বাতাসের বিচারে লখনউ শীর্ষে উঠে এসেছে অন্যদিকে দূষিত বাতাসের তালিকায় শেষ পাঁচে জায়গা করে নিয়েছে কলকাতা। এই দুই ছবির মাঝখানেই লুকিয়ে রয়েছে ভারতের নগরসভ্যতার এক নির্মম বাস্তবতা উন্নয়ন যত এগোচ্ছে, কোথাও কোথাও ততই যেন নিঃশ্বাস নেওয়ার অধিকার সংকুচিত হচ্ছে। সুইচ ভূ সর্বেক্ষণ ২০২৬'-এর তথ্য যদি সত্যিই কলকাতার বর্তমান বায়ু পরিস্থিতির প্রতিফলন হয় তাহলে বিষয়টিকে নিছক একটি পরিসংখ্যান হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। কারণ বায়ুদূষণ কোনও বিমূর্ত সমস্যা নয়। এটি সরাসরি মানুষের ফুসফুসে ঢোকে, শরীরে জমে, রোগের ঝুঁকি বাড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত মানুষের আয়ু পর্যন্ত কমিয়ে দিতে পারে। যে শহর সংস্কৃতি, শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র, সেই কলকাতার বাতাস যদি বিপজ্জনক হয়ে ওঠে তবে তা কেবল প্রশাসনের ব্যর্থতা নয় আমাদের নগর পরিকল্পনারও বড় প্রশ্ন।দূষিত বাতাসের তালিকায় কলকাতার সঙ্গে রয়েছে চেন্নাই, জামশেদপুর, কোটা ও মাদুরাই। অর্থাৎ দূষণের সমস্যা কোনও একটি অঞ্চল বা একটি ঋতুর সমস্যা নয়। শিল্পাঞ্চল, দ্রুত নগরায়ন, যানবাহনের চাপ, নির্মাণকাজের ধুলো, অপরিকল্পিত পরিকাঠামো সব মিলিয়েই শহরের বাতাস ক্রমশ ভারী হয়ে উঠছে।আর কলকাতার ক্ষেত্রে শীত এলেই পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে।ধোঁয়া, ধুলো এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দূষিত কণা মিশে তৈরি করে এমন এক অদৃশ্য চাদর যার নিচে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ নিঃশ্বাস নেন।প্রশ্ন হল, আমরা কি কেবল শীত এলেই বায়ুদূষণ নিয়ে চিন্তিত হব? কয়েকটি রাস্তা জল দিয়ে ধুয়ে দেওয়া, দূষণ মাপার যন্ত্র বসানো কিংবা দূষণবিরোধী প্রচার চালালেই কি দায়িত্ব শেষ? নিশ্চয়ই নয়। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে হলে প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি, বিজ্ঞানভিত্তিক এবং কঠোর পরিকল্পনা।এই জায়গাতেই লখনউয়ের উদাহরণ গুরুত্বপূর্ণ।যানবাহনের ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ, নির্মাণকাজের ধুলো কমানো, সবুজায়ন বৃদ্ধি এবং শিল্পক্ষেত্রে নিয়ম মানানোর মতো পদক্ষেপ যদি একটি বড় শহরের বায়ুর মান উন্নত করতে পারে তাহলে কলকাতার ক্ষেত্রে কেন তা সম্ভব হবে না?কলকাতার সমস্যা শুধু পুরনো গাড়ি কিংবা নির্মাণের ধুলো নয়।

শহরের পরিবহণ ব্যবস্থা, রাস্তার ধুলো, অপরিকল্পিত নির্মাণ, আবর্জনা পোড়ানো, শিল্পদূষণ এবং আশপাশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের দূষণ সবকিছুকে একসঙ্গে বিবেচনায় নিতে হবে। শুধু কলকাতা শহরকে আলাদা করে দেখলে চলবে না, গোটা মহানগর অঞ্চলকে নিয়ে একটি সমন্বিত বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রয়োজন।আর সবচেয়ে বড় কথা,এই লড়াইয়ে সাধারণ মানুষকে দায়ী করে প্রশাসন দায় এড়াতে পারে না। নাগরিকেরও দায়িত্ব আছে অযথা গাড়ি ব্যবহার না করা, আবর্জনা না পোড়ানো, নির্মাণসামগ্রী খোলা অবস্থায় না রাখা। কিন্তু নাগরিকের সচেতনতার পাশাপাশি প্রশাসনিক নজরদারি ও রাজনৈতিক সদিচ্ছাই হতে হবে মূল চালিকাশক্তি।

শিক্ষক দিবস কি কেবলই উপহারের প্রতিযোগিতা আর বাহ্যিক আড়ম্বরের উৎসব ? হারিয়ে যাচ্ছে শ্রদ্ধাবোধ

সুমিত্রা সাউ গিরি

কাঁথি,পূর্ব মেদিনীপুর

৫ই সেপ্টেম্বর এলেই দেশজুড়ে সাড়ম্বরে পালিত হয় শিক্ষক দিবস । ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনটিকে শ্রদ্ধা ও স্মরণের দিন হিসেবেই পালন করা হয়। সাথে শিক্ষকদের অবদানকে সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়।কিন্তু বর্তমান যুগে দাঁড়িয়ে এই পবিত্র দিনটির রূপ সম্পূর্ণ বদলে গেছে। শিক্ষক দিবস এখন যেন এক জাঁকজমকপূর্ণ উপহার দেওয়ার প্রতিযোগিতা, বাহ্যিক আড়ম্বরের উৎসব। অথচ যার মূল ভিত্তি হওয়ার কথা ছিল; শিক্ষকদের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা; আজ সেটাই যেন কোথাও হারিয়ে যাচ্ছে। ছাত্র সমাজের এই নৈতিক অবক্ষয় আমাদের এক গভীর সংকটের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সমাজের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে এই কৃত্রিমতার ছোঁয়া।

দিবসের দিনকয়েক আগে থেকেই বাজারে বাজারে গিফটের দোকানে উপচে পড়া ভিড় চোখ এড়ায় না। আজ শুধু ছাত্রদের মধ্যে গিফটের প্রতিযোগিতা নয়, একশ্রেণি শিক্ষকদের মধ্যেও একটা নীরব প্রতিযোগিতা চলছে যেন - কে কত বেশি দামী গিফট পেলো।

যিনি বেশি উপহার পান, তিনি মনে মনে ভাবেন তিনিই বেশি জনপ্রিয়, তিনিই বেশি শ্রদ্ধার পাত্র। এখানেই প্রশ্ন - ছাত্রদের দামি উপহার দেওয়াটাই কি সত্যিই শ্রদ্ধা ? উপহারের মূল্যে জনপ্রিয়তা মাপা যায়?শিক্ষকদের একাংশের মধ্যে আজ গুরু-শিষ্যের সেই চিরাচরিত আত্মিক সম্পর্কের অভাব দেখা দিচ্ছে।অভিভাবকদের মধ্যেও অন্ধ ও অহংকারী প্রতিযোগিতা চলে এই গিফট দেওয়া নিয়ে।সন্তানদের মনে প্রকৃত মূল্যবোধ গড়ে তোলার চেয়ে অভিভাবকরা আজ প্রতিযোগিতায় মেতে উঠছেন। কার সন্তান কত দামি উপহার শিক্ষকের হাতে তুলে দিতে পারল, আমরা কত বড় বা দামি গিফট দিতে পারলাম; তা সামাজিক স্ট্যাটাস বা অহংকারের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মানসিকতা শিশুদের মনে শৈশব থেকেই এই ধারণা ঢুকিয়ে দিচ্ছে যে, ভক্তি বা শ্রদ্ধা নয়, বস্তুর মূল্যই শেষ কথা।

শিক্ষক দিবসের দিনে দেখা যায় কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে কোচিং সেন্টারগুলোতে কেক কেটে, গায়ে ফোম বা স্নো স্প্রে করে এক ধরনের 'উদাম নৃত্য' ও বিশৃঙ্খল হুল্লোড়। এটি আর যাই হোক, শ্রদ্ধা প্রকাশের মাধ্যম হতে পারে না। ছাত্রছাত্রী শিক্ষকদের প্রণাম , শ্রদ্ধা করার চেয়ে চটুল নাচ প্রদর্শনে,কেক গিফট এসবে আগ্রহী। শিক্ষক দিবসে কেক কাটার সংস্কৃতি যুক্ত হয়েছে। অনেকেই ভাবেন এটা একটা আধুনিক চমৎকার মাধ্যম সম্মান, ভালোবাসা জানানোর। কিন্তু শিক্ষকের কেক মাখানো,ফোম স্প্রে উচ্ছৃঙ্খল,অশোভন আচরণ কখনওই কাম্য নয় ।এই পরিস্থিতির জন্য সমাজ, শিক্ষক এবং অভিভাবক; কেউই নিজেদের দায় এড়াতে পারেন না। অবক্ষয়ের ত্রিভুজ শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরাই দায়ী।ছাত্র সমাজ দিশাহীন ।অভিভাবক ও শিক্ষকদের এই আচরণ দেখে শিক্ষার্থীরাও বিপথগামী হচ্ছে। তাদের কাছে শিক্ষক দিবস মানেই হলো পড়াশোনা বন্ধ করে হুল্লোড় করা, কেক কাটা, স্প্রে ওড়ানো আর সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি পোস্ট করা। শিক্ষকের আদর্শকে জীবনে বাস্তবায়িত করার কোনো তাগিদ তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না।এই অবক্ষয়ের যুগ থেকে সমাজকে রক্ষা করতে হলে আমাদের এখনই সচেতন হতে হবে। শিক্ষক দিবসকে বাণিজ্যিকীকরণ, লোকদেখানো আড়ম্বর এবং অপসংস্কৃতি থেকে । দামি উপহার নয়, একজন ছাত্রের ডিসিপ্লিন, পড়াশোনায় মনোযোগ এবং মানুষের মতো মানুষ হওয়াই শিক্ষকের কাছে শ্রেষ্ঠ উপহার হওয়া উচিত।বিদ্যালয় ও বিভিন্ন সংস্থায় দামি উপহার লেনদেন বা কেক কাটার নামে বিশৃঙ্খলা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।মূল্যবোধের শিক্ষা দিতে হবে।অভিভাবক আর শিক্ষক উভয়কেই দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে হবে।অভিভাবকদের বুঝতে হবে, সন্তানকে

দামি গিফট কিনে দেওয়ার চেয়ে শিক্ষকদের মনে-প্রাণে সম্মান করতে শেখানো অনেক বেশি জরুরি। গৃহই হলো সংস্কারের মূল ভিত্তি। পরিবারই প্রথম শিক্ষাঙ্গন।শিক্ষকদের দায়িত্ব এবং কর্তব্যকে অস্বীকার করা যায় না। শিক্ষকরাই সমাজের পথপ্রদর্শক,সমাজ গড়ার কারিগর একথা ভুললে হবেনা।ছাত্রদের নৈতিক শিক্ষা দিতে হবে শিক্ষার্থীদের মেরুদন্ড সোজা করে বাঁচতে শেখানো এবং তাদের সঠিক পরিচালনা করতে হবে আর শিক্ষকদের ব্যক্তিগত আচরণ সমাজকে প্রভাবিত করে এটাও মাথায় রাখতে হবে।

শিক্ষকদের আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে নিজেদের আচরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে রোল মডেল বা আদর্শ হয়ে উঠতে হবে। স্নেহ ও শাসনের সঠিক ভারসাম্যে গড়ে তুলতে হবে আগামী প্রজন্মকে।উপহারের মোড়ক, কেকের টুকরো কিংবা কৃত্রিম ওড়ানো স্প্রে দিয়ে কখনো শ্রদ্ধার গভীরতা মাপা যায় না। ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন নিজেকে আজীবন একজন শিক্ষক হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি আসল সম্মান তখনই জানানো সম্ভব, যখন শিক্ষাঙ্গন ও শিক্ষা সংস্থাগুলোতে সুস্থ পরিবেশ এবং ছাত্র-শিক্ষকের পবিত্র বন্ধন, শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা বোধ থাকবে।সমাজকে এই অবক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচাতে হলে আমাদের এই মেকি আধুনিকতার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতেই হবে। আমাদের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।শুভ হোক শিক্ষার উদ্দেশ্য, জয় হোক প্রকৃত শিক্ষার। ঘুছে যাক এই অবক্ষয়ের,মূল্যবোধহীনতার ছাপ..।

৫ই সেপ্টেম্বর এলেই দেশজুড়ে সাড়ম্বরে পালিত হয় শিক্ষক দিবস । ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনটিকে শ্রদ্ধা ও স্মরণের দিন হিসেবেই পালন করা হয়। সাথে শিক্ষকদের অবদানকে সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়।কিন্তু বর্তমান যুগে দাঁড়িয়ে এই পবিত্র দিনটির রূপ সম্পূর্ণ বদলে গেছে। শিক্ষক দিবস এখন যেন এক জাঁকজমকপূর্ণ উপহার দেওয়ার প্রতিযোগিতা, বাহ্যিক আড়ম্বরের উৎসব। অথচ যার মূল ভিত্তি হওয়ার কথা ছিল; শিক্ষকদের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা; আজ সেটাই যেন কোথাও হারিয়ে যাচ্ছে। ছাত্র সমাজের এই নৈতিক অবক্ষয় আমাদের এক গভীর সংকটের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সমাজের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে এই কৃত্রিমতার ছোঁয়া। দিবসের দিনকয়েক আগে থেকেই বাজারে বাজারে গিফটের দোকানে উপচে পড়া ভিড় চোখ এড়ায় না।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 08-09-2026 21:45 Page 5

ইসলামপুর পঞ্চায়েত সমিতিতে ক্ষমতাচ্যুত বোর্ড, অপসারিত সভাপতি ও সহকারী

নয়া জামানা, ইসলামপুর ঃ ইসলামপুর পঞ্চায়েত সমিতিতে অনাস্থা প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে বড়সড় রাজনৈতিক পালাবদল ঘটল। ভোটাভুটির পর অপসারিত করা হল সভাপতি বিনিতা সরকার ও সহকারী সভাপতি মহম্মদ ফারুককে। ৩৮ জন সদস্যের মধ্যে ২০ জনের সমর্থন নিয়ে এই অপসারণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, অপসারিত সভাপতি ও সহকারী সভাপতি ইসলামপুরের প্রাক্তন ব্লক তৃণমূল সভাপতি জাকির হোসেনের ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে একনায়কতন্ত্র চালানোর ক্ষোভ জমছিল। তৃণমূলের একাংশের পাশাপাশি কংগ্রেস ও নির্দল সদস্যরা একজোট হয়ে এই পদক্ষেপ নেন

বলে দাবি বিরোধীদের।
তাঁদের বক্তব্য, পঞ্চায়েত সমিতিতে স্বচ্ছতা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ঘটনার জেরে ইসলামপুরের রাজনীতিতে তীব্র জল্পনা তৈরি হয়েছে। এবার মহকুমাশাসক নতুন বোর্ড গঠনের দিনক্ষণ ঘোষণা করবেন, যেখানে পরবর্তী সভাপতি ও সহকারী সভাপতি নির্বাচন হবে।

আলিপুরদুয়ারে সিআইআই-এর রোডশো, উত্তরবঙ্গের পর্যটন ও বিনিয়োগে যৌথ উদ্যোগ

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়া ঃ উত্তরবঙ্গের পর্যটনশিল্পের সার্বিক বিকাশ ও নতুন বিনিয়োগের লক্ষ্যে আলিপুরদুয়ারে অনুষ্ঠিত হল 'সিআইআই উত্তরবঙ্গ গেটওয়ে সামিট ২০২৭'-এর প্রথম রোডশো। কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি (সিআইআই) আয়োজিত এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল বিনিয়োগ বৃদ্ধি, নতুন পর্যটনকেন্দ্রের সংযোগ এবং অর্থনৈতিক প্রগতি অর্জন। অনুষ্ঠানে আলিপুরদুয়ারের অতিরিক্ত জেলাশাসক শুভম মৌর্য জানান, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে কাজে লাগিয়ে ইকো-ট্যুরিজম ও কালচারাল ট্যুরিজমকে দ্রুত এগিয়ে নিতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় প্রশাসন পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে। আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জয়গাঁর নানা পর্যটন ও ব্যবসায়ী সংগঠন
এই কর্মসূচিতে অংশ নেয়। বৈঠকে মূলত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল; পর্যটকদের অন্তত ৫,৭ দিন ধরে রাখতে একটি সমন্বিত 'ডুয়ার্স ট্যুরিজম সার্কিট' তৈরি করা, স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও নারী উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে 'ব্র্যান্ড ডুয়ার্স' গড়ে তোলা এবং ভুটানমুখী পর্যটকদের ডুয়ার্সে আকর্ষণ করা। পাশাপাশি, আটটি জেলায় ট্যাক্সি পারমিট সম্প্রসারণ, টোটোপাড়া,
কুমারগ্রাম, ভুটানঘাট ও লঙ্কাপাড়ার মতো স্থানে পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং কোচবিহারে হেরিটেজ ও সাইক্লিং ট্যুরিজমের প্রসারের ওপর জোর দেওয়া
হয়।সিআইআই নেতৃত্বের উপস্থিতিতে জানানো হয়, ২০২৭ সালের জানুয়ারিতে শিলিগুড়িতে মূল সামিট অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে আলিপুরদুয়ারের এই প্রস্তাবগুলি সরকারের কাছে তুলে ধরা হবে।

শোকে স্তব্ধ সিমলাপাল, কফিনবন্দী হয়ে গ্রামে ফিরলেন সেনাজওয়ান অরবিন্দ সিংহবাবু

রাখি গরাই, নয়া জামানা, বিষ্ণুপুর ঃ দেশের রক্ষা করতে গিয়ে অকালে প্রাণ হারালেন বাঁকুড়া জেলার সিমলাপাল ব্লকের তালদা গ্রামের বীর সন্তান তথা ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ান অরবিন্দ সিংহবাবু। জম্মুতে কর্তব্যরত অবস্থায় তিনি হঠাৎই মারাত্মক শারীরিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসার জন্য তাঁকে দ্রুত কলকাতার কমান্ড হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও শেষরক্ষা হয়নি; সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।মঙ্গলবার অরবিন্দবাবুর কফিনবন্দী দেহ গ্রামে

পৌঁছতেই সমগ্র তালদা গ্রাম জুড়ে নেমে আসে গভীর শোকের ছায়া। দেশের জন্য প্রাণোৎসর্গকারী এই বীর সন্তানকে একঝলক দেখতে এবং শেষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হন হাজার হাজার গ্রামবাসী। পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদের কান্নায় ভারী হয়ে ওঠে এলাকার বাতাস। সেনাবাহিনীর তরফ থেকে প্রয়াত এই জওয়ানকে সম্পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়।শোকার্ত পরিবারের পাশে দাঁড়াতে এবং সমবেদনা জানাতে গ্রামে পৌঁছান তালডাংরার বিধায়ক সৌভিক পাত্র সহ প্রাক্তন ও বর্তমান জনপ্রতিনিধিরা। তাঁরা পরিবারটিকে সবরকম সরকারি ও ব্যক্তিগত সহায়তার আশ্বাস দেন। দেশমাতৃকার সেবায় অরবিন্দ সিংহবাবুর এই অসমাপ্ত যাত্রা এবং আত্মত্যাগ সিমলাপাল তথা সমগ্র বাঁকুড়া জেলা চিরকাল শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ রাখবে।

দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্ত হল নতুন ৭টি বিষয়, খুশির হাওয়া জেলা জুড়ে

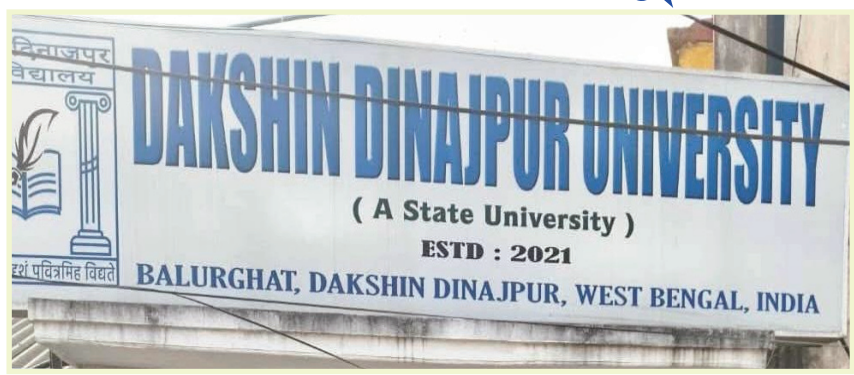

সাজাহান আলি, নয়া জামানা, পতিরাম ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও জেলাবাসীর জন্য এক বিরাট সুখবর। সম্প্রতি জেলা সফরের পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর জরুরি নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও সাতটি নতুন বিষয় যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে উচ্চ শিক্ষা দপ্তর। মঙ্গলবার এ সংক্রান্ত সরকারি চিঠি উপাচার্যের কাছে পৌঁছেছে।
নতুন অনুমোদিত বিষয়গুলি হল বাংলা, ইতিহাস, সংস্কৃত, কেমিস্ট্রি, এডুকেশন, দর্শন ও ভূগোল। এর আগে গত কয়েক বছর ধরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল ইংরেজি, গণিত ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান;এই তিনটি বিষয়ের পঠন-পাঠন চলছিল। নতুন সাতটি বিষয় যুক্ত হওয়ায় মোট বিষয়ের সংখ্যা দাঁড়াল ১০টিতে। চলতি ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকেই এই ১০টি বিষয়ে পঠন-পাঠন শুরু হবে। এর ফলে দক্ষিণ দিনাজপুর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার শিক্ষার্থীরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে।অনুমোদনের চিঠি পাওয়ার পর আবেগপ্রবণ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ প্রণব ঘোষ জানান, ২০২৫ সাল থেকে এই বিষয়গুলির অনুমোদনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালানো হচ্ছিল। মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি আশ্বাসের পর রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দপ্তর থেকে এই অনুমতি আসায় তারা অত্যন্ত আনন্দিত। তিনি আরও জানান, আগামী দিনে উত্তরবঙ্গের মধ্যে ব্যতিক্রমী ও বিশেষত্বপূর্ণ কিছু বিষয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে
।বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামক ডক্টর রিপন সাহাও সন্তোষ প্রকাশ করে জানান, দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষার্থীদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে চেষ্টা চালানো হচ্ছিল। খুব শীঘ্রই এই নতুন সাতটি বিষয়ের ভর্তির জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে এবং যথাসময়ে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ করে পঠন-পাঠন শুরু হবে। এই ঘোষণায় জেলার ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগী মহলে আনন্দের আবহাওয়া বিরাজ করছে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 08-09-2026 21:45 Page 6

উপেক্ষায় ধ্বংসের মুখে ময়নাগুড়ির ঐতিহ্যবাহী রাধিকা লাইব্রেরির দুর্লভ ব্রিটিশ আমলের বই

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়িঃ সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ ও পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাবে ধ্বংসের মুখে ময়নাগুড়ির শতবর্ষ প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী রাধিকা লাইব্রেরির বহুমূল্য বই। ১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই পাঠাগারে ব্রিটিশ আমলে লেখা ও মুদ্রিত প্রায় ১৫ হাজারের বেশি দুর্লভ বই রয়েছে। তবে বর্তমানে একটি পুরনো কাঠের আলমারিতে বন্দি হয়ে অযত্নে নষ্ট হচ্ছে সেগুলি, ছিঁড়ে যাচ্ছে পাতা। স্থানীয় বাসিন্দা ও পাঠকদের দাবি, গবেষক এবং নতুন প্রজন্মের স্বার্থে এই বিরল গ্রন্থগুলি অবিলম্বে বাঁধাই ও ল্যামিনেশন করে সংরক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি। প্রাচীন এই লাইব্রেরিটি চরম কর্মী সংকটে ভুগছে।

চারটি নির্দিষ্ট পদের মধ্যে বর্তমানে কর্মরত মাত্র একজন গ্রন্থাগারিক;কৃষ্ণকান্ত রায়। তাঁকে একা হাতেই ময়নাগুড়ি ব্লকের আরও দুটি লাইব্রেরির দায়িত্ব সামলাতে হচ্ছে। কর্মী না থাকায় নৈশপ্রহরী বা সাফাইকর্মীর কোনো সুবিধা নেই। চারিদিকে ছড়িয়ে থাকা আবর্জনা, ঝোপঝাড় ও আগাছার কারণে লাইব্রেরিটি যেন ভূতুড়ে বাড়িতে পরিণত হয়েছে। পাশাপাশি পানীয় জল ও শৌচাগারের জল সংকট পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। কিছুদিন আগে চুরির ঘটনা ঘটলেও নিরাপত্তা রক্ষায় মেলেনি সিসিটিভি ক্যামেরা, নেই কোনো সক্রিয় পরিচালনা কমিটিও। এত সমস্যা সত্ত্বেও পাঠাগারটিতে পাঠকের খরা নেই। প্রায় ৬০০ জন নিয়মিত সদস্যের পাশাপাশি প্রবীণ নাগরিকরা খবরের কাগজ পড়তে এবং তরুণরা চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতির বই খুঁজতে প্রতিনিয়ত এখানে আসেন। স্থানীয় শিক্ষক ও গবেষকদের মতে, গবেষণার কাজের পাশাপাশি ঐতিহ্য রক্ষায় এই অমূল্য সম্পদ বাঁচিয়ে রাখা জরুরি। গ্রন্থাগারিকের দাবি, কিছু বই নিজ উদ্যোগে বাঁধাই করা হলেও, স্থায়ী পরিকাঠামো ও কর্মী নিয়োগ না হলে এই ঐতিহাসিক সম্পদ রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে।

মালদায় অপরাধ দমনে পুলিশের সারপ্রাইজ নাকা চেকিং

নয়া জামানা, মালদাঃ মালদা শহরে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ রুখতে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পুলিশের ব্যাপক তৎপরতা চোখে পড়ল। এদিন সন্ধেনাগাদ হঠাৎ করেই ইংরেজবাজার থানার একটি বিশেষ পুলিশ দল শহরের ব্যস্ততম ৩২০ মোড় এলাকায় রাজ্য সড়কের ওপর নামপ্রকৌশলী 'নাকা চেকিং' শুরু করে। অভিযান চলাকালীন পুলিশ আধিকারিকরা রাস্তা দিয়ে যাওয়া বিভিন্ন চারচাকা ও দুই চাকার যানবাহন থামিয়ে তন্নতন্ন করে তল্লাশি চালান।

চালকদের লাইসেন্স ও গাড়ির নথিপত্র পরীক্ষা করার পাশাপাশি সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়। হঠাৎ এই ধরনের পুলিশি তৎপরতায় এলাকায় কিছুক্ষণের জন্য চাঞ্চল্য ছড়ালেও, সাধারণ নাগরিকরা পুলিশের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শহরের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতেই এই বিশেষ তল্লাশি অভিযান। আগামী দিনেও শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর পয়েন্টে এই ধরনের আচমকা তল্লাশি অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে ইংরেজবাজার থানার পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

জর্দা নদীতে জলক্রীড়া ও দুর্যোগ উদ্ধারের জোড়া প্রশিক্ষণ ময়নাগুড়িতে

নয়া জামানা, ময়নাগুড়িঃ জর্দা নদীতে ময়নাগুড়ি এনভারমেন্ট অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত হল দুই দিনব্যাপী বিশেষ জলক্রীড়া ও অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস প্রশিক্ষণ শিবির। ৭ ও ৮ সেপ্টেম্বর চলা এই কর্মসূচিতে উত্তরবঙ্গসহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট ২২ জন পুরুষ ও নারী প্রতিনিধি অংশ নেন। ক্লাবের কর্মকর্তা দেবরাজ দত্ত, পার্থপ্রতিম দে, তমাল ঘোষ ও অসীম চ্যাটার্জির উপস্থিতিতে আয়োজিত এই শিবিরে অংশগ্রহণকারীদের

ওয়াটার স্পোর্টসের বিভিন্ন কৌশলের পাশাপাশি জরুরি অবস্থায় জলে উদ্ধারকাজের হাতেকলমে পাঠ দেওয়া হয়। উত্তরবঙ্গে এই ধরণের উদ্যোগ নতুন হওয়ায় স্থানীয় যুবসমাজের মধ্যে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের প্রতি আগ্রহ তৈরির পাশাপাশি বন্যা বা জলবিপর্যয়ে প্রাথমিক উদ্ধারকাজ চালানোর মতো দক্ষতা তৈরি করাই ছিল এর মূল লক্ষ্য। দুই দিন ধরে চলা এই অনন্য প্রশিক্ষণ ঘিরে জর্দা নদী প্রাঙ্গণে যুবকদের মধ্যে ছিল চরম উৎসাহ ও উদ্দীপনা।

বাঁধ কেটে ভাসমান ভুতনীকে স্বস্তি দিল প্রশাসন, জারি ত্রাণ বণ্টন

নয়া জামানা, মানিকচকঃ টানা প্লাবনে বিপর্যস্ত মালদার মানিকচকের ভুতনী অবশেষে সামান্য স্বস্তির মুখ দেখল। মঙ্গলবার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং স্থানীয় বিধায়ক গৌড়চন্দ্র মন্ডলের উপস্থিতিতে ভুতনীর দক্ষিণ চন্ডীপুর এলাকায় মাটির বাঁধ কেটে জমে থাকা বন্যার জল নামানোর কাজ শুরু হয়। জেসিবি মেশিনের সাহায্যে বাঁধ কাটতেই জমা জল দ্রুগগতিতে বের হতে শুরু করে, যার ফলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। নতুন করে জল বাড়ার আতঙ্কও অনেকটাই কমেছে। গত ৩রা সেপ্টেম্বর গঙ্গার জল অস্বাভাবিক হারে বাড়ায় ভুতনীতে বাঁধ ভেঙে এক ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়ে পড়েছিল যে, সোমবার থেকে মঙ্গলবার সকালের মধ্যে বন্যা কবলিত এলাকাগুলিতে আরও দুই থেকে তিন ফুট জল বেড়ে যায়।

ভুতনীর তিনটি অঞ্চল মিলিয়ে প্রায় দুই লক্ষেরও বেশি মানুষ জলবন্দী হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দা ও বিভিন্ন মহল থেকে জল নিকাশির জন্য বাঁধ কাটার দাবি উঠতে থাকে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে জেলা প্রশাসন দ্রুত বাঁধ কাটার সিদ্ধান্ত নেয়। বাঁধ কাটার কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়ার পর বিধায়ক গৌড়চন্দ্র মন্ডল সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান, সকলের সঙ্গে সর্বসম্মত আলোচনার মাধ্যমেই অত্যন্ত স্বচ্ছতার সাথে দিনের আলোয় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে দুর্গত প্রতিটি মানুষের কাছে পর্যাপ্ত ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়াই এখন তাদের প্রধান লক্ষ্য। পাশাপাশি, বিপর্যস্ত এলাকায় দ্রুত বিদ্যুৎ পরিষেবা সচল করা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরায় স্বাভাবিক করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

বাঁকুড়ায় ব্যারিকেড ভেঙে ডিএম অফিস ঘেরাও, শেখ মাফিক ইস্যুতে আন্দোলনে সিজেপি

নয়া জামানা, বাঁকুড়াঃ শেখ মাফিকের নামে বিশ্বমানের স্কুল নির্মাণ এবং তাঁর ওপর হামলার ঘটনায় জড়িত দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বাঁকুড়ায় তৈরি হল তুমুল উত্তেজনা। ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) ডাকে এই জোড়া

দাবি নিয়ে আয়োজিত প্রতিবাদ মিছিল ঘিরে মঙ্গলবার দিনভর কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়ে জেলা শাসকের দফতর চত্বর।এদিন সিজেপি-র কর্মী-সমর্থকেরা বাঁকুড়া শহরের তামলীবাঁধ এলাকা থেকে এক বিশাল ব্যানার ও ফেস্টুন-সহ প্রতিবাদ মিছিল বের করেন। মিছিলটি প্রশাসনিক ভবনের দিকে এগোতেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্রিয় হয়ে ওঠে বিশাল পুলিশ বাহিনী। গতিরোধ করতে দফায় দফায় রাস্তায় বসানো হয় শক্তপোক্ত পুলিশি ব্যারিকেড। আন্দোলনকারীরা সেই বাধা পেরিয়ে এগোনোর চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে তীব্র বাকবিতণ্ডা ও ধস্তাধস্তি শুরু হয়। পুলিশি বাধায় মিছিলের পথ রুদ্ধ হয়ে গেলে উত্তেজিত দলীয় সমর্থকেরা জেলা শাসকের দফতরের সামনের মূল রাস্তার ওপর বসেই বসে পড়েন। প্রশাসনের বিরুদ্ধে একের পর এক স্লোগান তুলে শুরু হয় অনির্দিষ্টকালের অবস্থান বিক্ষোভ। সিজেপি নেতৃত্বের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, শেখ মাফিকের ওপর হামলায় যুক্ত প্রত্যেকের কঠোর শাস্তি এবং বিশ্বমানের স্কুলের বিষয়ে প্রশাসনিক আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন প্রত্যাহার করা হবে না। এই অবস্থান বিক্ষোভের ফলে এলাকা জুড়ে চরম থমথমে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এবং অনভিপ্রেত ঘটনা এড়াতে মোতায়েন রয়েছে র‍্যাফ ও বিশাল পুলিশ বাহিনী।

দেশপ্রেমের সুরে যাদবপুর সাংস্কৃতিক আয়োজনে এসএফআই

নয়া জামানা,কলকাতাঃ হাজার বিতর্কের মাঝে নিজেদের ভাবমূর্তি ফেরাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দেশপ্রেমের নিদর্শন তুলে ধরল সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআই। এদিন বিকেলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গান্ধী ভবনে সংগঠনের যাদবপুর আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এ দেশ তোমার আমার। এক ঘণ্টার এই অনুষ্ঠানের ট্যাগলাইন ছিল স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশনায় গাওয়া হয় একগুচ্ছ দেশাত্মবোধক গণসঙ্গীত।সংগঠনের পক্ষে অঞ্জিল দাস স্পষ্ট জানান, বাইরের কোনো বক্তা বা শিল্পী নয়, ক্যাম্পাসের ছাত্রছাত্রীরাই ছিলেন এদিনের আয়োজনের মূল কেন্দ্রবিন্দু। বামপন্থীদের দেশপ্রেম ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে তাঁরা দাবি করেন, এই মাটিতে দেশপ্রেমের কথা বলার অধিকার তাঁদেরই, আরএসএসের নয়। শুভেন্দু অধিকারীকে ভবিষ্যতে এমন অনুষ্ঠানে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে অঞ্জিলের মন্তব্য, তিনি নিজেই দেখে যান বামপন্থী শিক্ষার্থীরা দেশদ্রোহী কি না।

১৯ আগস্ট রাতে ক্যাম্পাসে গন্ডগোলের পর বামপন্থী ছাত্রসংগঠনগুলির তীব্র সমালোচনা করেন শুভেন্দু অধিকারী। মিছিল-পালটা মিছিল ও দেওয়াল-স্লোগানযুদ্ধ এখনও জারি। এরই মধ্যে ক্যাম্পাসে জাতীয়তাবাদী সম্মেলনের আয়োজন করে গেরুয়া শিবির, যেখানে হাজির ছিলেন বিজেপি নেতারাও।

তার জবাবেই সোমবারের এই পালটা অনুষ্ঠান।

এদিন এসএফআই স্পষ্ট জানায়, কিষেনজি রেড স্যালুট বা কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদির মতো স্লোগান বিতর্কের সঙ্গে তাদের কোনও যোগ নেই। তবে ফ্রি প্যালেস্টাইন নিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থানে তারা অনড় বলেও পুনরায় জানিয়েছে বাম ছাত্র সংগঠন।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 08-09-2026 21:45 Page 7

জ্ঞানেশের মেয়ের অপকীর্তি

এনএসএ খারিজ মামলায় ক্ষতিপূরণের নির্দেশ

নয়া জামানা ঃ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৪ বছর বয়সী ছাত্র আন্দোলনকর্মী বঙ্গতনয়া আকৃতি চৌধুরীকে জাতীয় নিরাপত্তা আইন (এনএসএ)-এ আটক করার নির্দেশ দিয়েছিলেন দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের মেয়ে মেধা রূপম। সেই নির্দেশকে সম্পূর্ণ বেআইনি ও ভিত্তিহীন ঘোষণা করে খারিজ করে দিয়েছে এলাহাবাদ হাইকোর্ট। একই সঙ্গে বিনা বিচারে দীর্ঘ ৫ মাস জেলে রাখার ক্ষতিপূরণ হিসেবে ওই ছাত্রীকে ৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার ঐতিহাসিক নির্দেশ দিয়েছে আদালত।এই মামলায় এলাহাবাদ হাইকোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, ক্ষতিপূরণের এই টাকা কোনও সরকারি তহবিল থেকে নয়, বরং নয়ডার জেলাশাসক মেধা রূপম ও জড়িত অন্য অভিযুক্ত আধিকারিকদের ব্যক্তিগত বেতন থেকে কেটে আদায় করতে হবে।গত এপ্রিল মাসে নয়ডায় শ্রমিকদের এক আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানাতে গিয়ে গ্রেফতার হন আকৃতি চৌধুরী। এরপরই তাঁর বিরুদ্ধে এনএসএ-র মতো কড়া আইন প্রয়োগ করে পাঁচ মাস কারারুদ্ধ করে রাখা হয়। গত ২ সেপ্টেম্বর মামলার শুনানিতে এলাহাবাদ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ পর্যবেক্ষণ করে যে, সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদে প্রদত্ত মৌলিক জীবন ও স্বাধীনতার অধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। কোনও সঠিক তথ্যপ্রমাণ ছাড়া কেবল পুলিশের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সাধারণ ফৌজদারি আইনের বিকল্প হিসেবে এনএসএ-র ব্যবহারকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করেছে আদালত।ডিভিশন বেঞ্চ নয়ডার জেলাশাসক মেধা রূপমের পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করে মন্তব্য করে,আমলাদের আনুগত্য সংবিধানের প্রতি হওয়া উচিত, কোনও রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি নয়।প্রশাসনিক আধিকারিকদের এই ধরণের স্বেচ্ছাচারী মানসিকতা উত্তরপ্রদেশকে অরওয়েলিয়ান ডিস্টোপিয়া অর্থাৎ চরম প্রশাসনিক স্বৈরাচারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলে কড়া হুঁশিয়ারি দেয় উচ্চ আদালত। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট জেলাশাসক ও পুলিশ আধিকারিকদের সার্ভিস রেকর্ডে আদালতের এই তীব্র অসন্তোষের কথা নথিভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।যাঁর বেতন কেটে জরিমানা আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেই নয়ডার ডিএম মেধা রূপম ২০১৪ ব্যাচের শীর্ষ আইএএস অফিসার এবং দেশের ২৬তম মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের মেয়ে।

২০১৫ সালে নয়ডার প্রথম মহিলা জেলাশাসক হিসেবে দায়িত্ব পাওয়া মেধা রূপমের বিরুদ্ধে বাকস্বাধীনতা ও আন্দোলন দমনের অভিযোগে হাইকোর্টের এমন কড়া অবস্থান দেশের আমলা মহলে বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

ভদোদরায় ৩৫ হাজার কোটির প্রকল্প

বিরোধীদের নারাজ ফুফাজি কটাক্ষ মোদীর

নয়া জামানা ঃ গুজরাটের ভোদোদরায় নমো ফর বিকশিত ভারত কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে বিরোধীদের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে প্রশ্ন তোলা বিরোধী নেতাদের কটাক্ষ করতে সম্প্রতি ব্যবহার শুরু করা নারাজ ফুফাজি শব্দবন্ধকে এদিনের মঞ্চে আরও জোরালো করলেন তিনি। এই অনুষ্ঠানেই প্রধানমন্ত্রী ৩৫,০০০ কোটি টাকার একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন, যার মধ্যে অন্যতম ২, ৮০০ কিলোমিটার দীর্ঘ ডেডিকেটেড রেল ফ্রেইট করিডোর।ভাষণে মোদী বর্তমান বিজেপি সরকার ও ইউপিএ জমানার কাজের সংস্কৃতির তুলনা টেনে জানান, ২০০৪ সালে অটল বিহারী বাজপেয়ী সরকারের আমলে ফ্রেইট করিডোর প্রকল্পের সূচনা হলেও মনমোহন সিং সরকারের ১০ বছরে কাজের কোনও অগ্রগতি হয়নি। তিনি বলেন, ২০১৪ সালের আগে পর্যন্ত এই প্রকল্পের কাজ একচুলও এগোয়নি।এরপরই নাম না করে সমালোচকদের খোঁচা দিয়ে বলেন, একজন 'নারাজ ফুফা জি' প্রশ্ন তুলতে পারেন ট্রাক ড্রাইভারদের ভবিষ্যৎ নিয়ে, তবে এখন তো কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছে।দিল্লির শ্রীরাম কলেজ অফ কমার্সের শতবর্ষ অনুষ্ঠানে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের সমালোচকদের উদ্দেশে প্রথম এই শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছিলেন মোদী।এই মন্তব্যের পাল্টা জবাব দিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তাঁর অভিযোগ, সরকারের নিজস্ব ব্যর্থতা ও জনবিরোধী নীতি ঢাকতেই প্রধানমন্ত্রী প্রতি বছর নতুন নতুন বিশেষণ তৈরি করছেন, যেমন দিমাগি নকশাল, আর্বান নকশাল, খান মার্কেট গ্যাং ও আন্দোলনজীবী।মঞ্চ থেকে মোদী আরও দাবি করেন, ইউপিএ জমানায় ১০ বছরে ৫০,০০০ শৌচাগারও তৈরি হয়নি, অথচ ২০১৪ সালের পর রেলে ৫০,০০০ আধুনিক কোচ তৈরি হয়েছে। চিপ থেকে শিপ-নিজস্ব প্রযুক্তিতে ভারত এখন বিশ্ব উৎপাদন কেন্দ্র হয়ে উঠছে বলেও দাবি করেন তিনি।

> গুজরাটের ভোদোদরায় নমো ফর বিকশিত ভারত কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে বিরোধীদের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে প্রশ্ন তোলা বিরোধী নেতাদের কটাক্ষ করতে সম্প্রতি ব্যবহার শুরু করা নারাজ ফুফাজি শব্দবন্ধকে এদিনের মঞ্চে আরও জোরালো করলেন তিনি। এই অনুষ্ঠানেই প্রধানমন্ত্রী ৩৫,০০০ কোটি টাকার একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন, যার মধ্যে অন্যতম ২,৮০০ কিলোমিটার দীর্ঘ ডেডিকেটেড রেল ফ্রেইট করিডোর।

ব্রিকসের মঞ্চে চিনকে চাপ

বাণিজ্যিক বাধা সরানোর দাবি ভারতের

নয়া জামানা ঃ দীর্ঘদিন ধরে ভারত ও চিনের মধ্যে সম্পর্কে টানাপোড়েন চলছিল। তবে আসন্ন ব্রিকস সম্মেলনকে কেন্দ্র করে দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক ফের মজবুত করার চেষ্টা চলছে বলে সূত্রের খবর। আগামী ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর নয়া দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা এই সম্মেলনের ফাঁকেই চিনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাবি তুলতে চায় ভারত। মূলত চিন থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি ও যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে একাধিক বাধার মুখে পড়ছে ভারতীয় সংস্থাগুলি।দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, চিনের সঙ্গে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কী কী প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তা নিয়ে বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু করেছে কেন্দ্র। সম্মেলনে চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে এবং সেই সময় এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হতে পারে।রেয়ার আর্থ ম্যাগনেট-সহ একাধিক প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে চিনের আমদানি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি জানাবে ভারত। পাশাপাশি ভারতীয় বিনিয়োগের উপর থাকা নিষেধাজ্ঞাও প্রত্যাহারের অনুরোধ জানানো হবে। এই লক্ষ্যে সম্মেলনের ফাঁকে চিনা প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকে বসতে পারেন ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের শীর্ষ আধিকারিকরা। উল্লেখ্য, ক্রিটিকাল টেকনোলজি ও স্পেশালাইজড কম্পোনেন্ট আমদানিতে চিনের নিষেধাজ্ঞার ফলে ভারতের অটোমোবাইল ও ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প সমস্যায় পড়েছে।এই টানাপোড়েনের মধ্যেই সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চেষ্টাও চলছে। ১ সেপ্টেম্বর ভারতে নিযুক্ত চিনা রাষ্ট্রদূত বাণিজ্য সচিব রাজেশ আগরওয়ালের সঙ্গে বৈঠক করেন, যেখানে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা হয়।

দুর্নীতি বিতর্কে উত্তপ্ত তামিলনাড়ু বিধানসভা

বহিষ্কৃত ডিএমকের বিধায়করা

নয়া জামানাঃ ইডির নথি ও সরকারি রিপোর্টের ভিত্তিতে দুর্নীতির অভিযোগ তোলার পর থেকেই উত্তপ্ত তামিলনাড়ু রাজনীতি। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী সি জোসেফ বিজয়ের করা মন্তব্যের জেরে মঙ্গলবার বিধানসভার অন্দরে তীব্র হট্টগোল ও স্লোগান শুরু হয়। ডিএমকে বিধায়কদের দাবি ছিল, মুখ্যমন্ত্রীর বিতর্কিত ও দুর্নীতি সংক্রান্ত মন্তব্যগুলি কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়া হোক। তবে স্পিকার জেসিডি প্রভাকরণ

সেই দাবি খারিজ করে দেন, যার জেরে প্রধান বিরোধী দল ডিএমকের বিধায়কদের জোর করে হাউস থেকে বের করে দেওয়া হয়।অধিবেশন শুরু হতেই ডিএমকে হুইপ ইভি ভেলু সোচ্চার হন। তাঁর দাবি, ইডির অভিযোগ এবং বিচারাধীন মামলা সংক্রান্ত তথ্য বিধানসভায় পেশ করা প্রথাবিরুদ্ধ। ১৯৭০-এর দশকের সারকারিয়া কমিশন রিপোর্ট ও এমআইএসএ আইন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যেরও তীব্র বিরোধিতা করেন তিনি, উল্লেখ করেন যে ওই কমিশন কোনও নির্দিষ্ট অপরাধ খুঁজে পায়নি।পাল্টা জবাবে আইনমন্ত্রী আর নির্মল কুমার সারকারিয়া কমিশন রিপোর্ট ও ইডির নথির প্রসঙ্গ টেনে বলেন, অতীতে ডিএমকে সরকারের আমলেই দুর্নীতি প্রকাশ্যে এসেছিল। এই সময় ডিএমকে সদস্যরা ওয়েলে নেমে তুমুল হট্টগোল ও স্লোগান শুরু করেন।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে স্পিকার জানিয়ে দেন, মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য মোছার প্রয়োজন নেই, কারণ সোমবার ডিএমকে সদস্যরা তাঁকে একমুহূর্তও শান্তভাবে শুনতে দেননি। হাউসের লিডার কেএ সেনগোত্তাইয়ানের আর্জিতে মার্শালরা ডিএমকে বিধায়কদের বলপূর্বক বের করে দেন, স্লোগান দিতে দিতেই তাঁরা হল ছাড়েন।সোমবার মুখ্যমন্ত্রী বিজয় দলীয় তহবিলের নামে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে এমকে স্ট্যালিন, উদয়নিধি স্ট্যালিন ও সেন্থিল বালাজির নাম জড়ান, পাশাপাশি করুণানিধির বিরুদ্ধেও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ আনেন।

মোদি-পেজেসকিয়ান বৈঠকের পর ভারতের প্রশংসায় ইরান

নয়া জামানা ঃ কিরঘিজস্তানে অনুষ্ঠিত ২৬তম সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) সম্মেলনের ফাঁকে পার্শ্ববৈঠক করেছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেসকিয়ান এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই বৈঠকের পরই ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুলল তেহরান। নয়াদিল্লির সঙ্গে সম্পর্ককে দীর্ঘস্থায়ী এবং ঐতিহাসিক বলে বর্ণনা করেছে ইরান।সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে ইরানের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই জানান, এসসিও সম্মেলনে মোদি-পেজেসকিয়ানের মধ্যে চাবাহার বন্দর-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

তিনি বলেন, ভারতের সঙ্গে ইরানের ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে এবং দুই দেশের সভ্যতাগত যোগসূত্র বহু পুরনো। ভারত-ইরান সম্পর্ককে তেহরান অত্যন্ত গুরুত্ব দেয় বলেও জানান তিনি। বাঘাই আরও বলেন, ভারত একইসঙ্গে এসসিও এবং ব্রিকস-উভয় গোষ্ঠীরই সদস্য। বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে ইরানের সুসম্পর্ক বজায় রয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।আগামী ১১ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ১৮তম ব্রিকস সম্মেলন। সেই সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতে আসার কথা রয়েছে ইরানি প্রেসিডেন্টের।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 08-09-2026 21:45 Page 8

নির্বাসনের পরও পুরস্কার সিএবি-র সিদ্ধান্তে উঠল প্রশ্ন

নয়া জামানা ঃ বয়স ভাঁড়ানোর অপরাধে দুবছরের নির্বাসনের মুখে পড়া বাংলার ক্রিকেটার রোহিত যাদবকে অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দল থেকে বাদ দিল বিসিসিআই। অথচ একই সপ্তাহে সেই ক্রিকেটারকেই বর্ষসেরার পুরস্কারে ভূষিত করল বঙ্গ ক্রিকেট সংস্থা (সিএবি), যা নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক।তদন্তে জানা গিয়েছে, রোহিতের আধার কার্ডের তথ্য সাতবার সংশোধিত হয়েছে, যার মধ্যে জন্মসাল বদলেছে তিনবার;কখনও ২০০৬, কখনও ২০০৭, আবার কখনও ২০০৯। বোর্ডের নির্দেশে সিএবি যখন স্থানীয় ক্রিকেটারদের আধার তথ্য যাচাই শুরু করে, তখনই এই গরমিল ধরা পড়ে। ততদিনে অবশ্য রোহিত ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ দলে সুযোগ পেয়ে শ্রীলঙ্কায় খেলে ফেলেছেন এবং ভালো পারফরম্যান্সের সুবাদে অস্ট্রেলিয়া সফরের দলেও জায়গা করে নিয়েছিলেন।বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই সিএবি প্রথমে রোহিতকে দুবছরের জন্য নির্বাসিত করে, পরে একই পথে হাঁটে বিসিসিআইও। ফলে আগামী দুবছর কোনও প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে অংশ নিতে পারবেন না তিনি। অস্ট্রেলিয়া সফরের দল থেকে বাদ পড়া রোহিতের জায়গায় সুযোগ পেয়েছেন সৌরাষ্ট্রের আর্যন সৌসেনি।তবে এদিন সিএবি-র পুরস্কার অনুষ্ঠানে অনূর্ধ্ব-১৯ স্তরের সেরা বোলারের সম্মান দেওয়া হয় রোহিতকেই।একইভাবে পুরস্কৃত হন আরও এক নির্বাসিত ক্রিকেটার রবি কুমার, যিনি নিজে মঞ্চে উপস্থিত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন। এই সিদ্ধান্তের সাফাইয়ে সিএবি সচিব জানান, দুজনেই তাঁদের পরি সংখ্যানের ভিত্তিতে পুরস্কৃত হয়েছেন এবং যে সময় তাঁরা খেলেছিলেন, তখনও নির্বাসন কার্যকর হয়নি। কিন্তু যাঁদের সেই বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতায় খেলাটাই নিয়মবহির্ভূত ছিল, তাঁদের সেখানকার পারফরম্যান্স বিবেচনায় পুরস্কার দেওয়া কতটা যুক্তিসঙ্গত; সেই প্রশ্নের সদুত্তর মেলেনি এখনও।

বৈভবের অধিনায়কত্বের নজর কাড়ছে বিসিসিআইয়ের

নয়া জামানা ঃ বয়স মাত্র ১৫ বছর, কিন্তু এর মধ্যেই সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন বৈভব সূর্যবংশী। দলীপ ট্রফিতে পূর্বাঞ্চল দলের হয়ে মাঝেমধ্যে নেতৃত্বও দিতে দেখা যাচ্ছে এই কিশোর ক্রিকেটারকে। শুধু পদমর্যাদায় নয়, মাঠের কৌশলেও তার প্রজ্ঞার পরিচয় মিলছে বারবার। তার এই দূরদর্শী ক্রিকেট-বুদ্ধি নজর কেড়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডেরও, যারা সম্প্রতি একটি ভিডিও প্রকাশ করে তার প্রশংসা করেছে। এরপর থেকেই আলোচনা শুরু হয়েছে, ভবিষ্যতে জাতীয় দলের নেতৃত্বের দৌড়ে থাকতে পারেন এই তরুণ।দলীপ ট্রফির ফাইনালে দক্ষিণাঞ্চলের বিপক্ষে খেলছে পূর্বাঞ্চল। তৃতীয় দিনে ব্যাটিংয়ে নামা দক্ষিণাঞ্চলের ইনিংসের একেবারে শুরুতেই মুকেশ কুমারের বলে ব্যাটে-বলের সংস্পর্শ ঘটে ওপেনার রিকি ভুঁইয়ের, আর তা তালুবন্দি করেন উইকেটকিপার কুমার কুশাগ্র। তবে আম্পায়ার আউটের আবেদনে সাড়া দেননি, আর অধিনায়ক ঈশান কিষানও প্রথমে তেমন আগ্রহ দেখাননি। কিন্তু বৈভব ছিলেন নিজের সিদ্ধান্তে অটল। স্লিপ থেকে চিৎকার করে তিনি অধিনায়ককে রিভিউ নিতে বলেন। শেষমেশ তার কথা শুনে রিভিউ নেন ঈশান, আর প্রযুক্তির সাহায্যে প্রমাণিত হয় রিকি সত্যিই আউট ছিলেন। এই সাফল্যে মুকেশের সঙ্গে উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন বৈভবও। উল্লেখ্য, দলীপ ট্রফির সেমিফাইনালেও মধ্যাঞ্চলের বিপক্ষে একই রকম নিখুঁত রিভিউ নিয়েছিলেন তিনি।এত অল্প বয়সে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সহ-অধিনায়কত্বের দায়িত্ব পাওয়া ভারতীয় ঘরোয়া ক্রিকেটে সত্যিই বিরল ঘটনা। নির্বাচকেরা জানিয়েছিলেন, তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে নয়, বরং ভবিষ্যতের অধিনায়ক গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত। বোর্ডের সাম্প্রতিক পোস্টকে কেন্দ্র করে জল্পনা বাড়ছে, বৈভবই কি হতে পারেন ভারতীয় ক্রিকেটের আগামী দিনের অধিনায়ক।

ডার্বিতে গোল করে নায়ক বিলাল অনুপ্রেরণায় জেসিনের ফোন

নয়া জামানা ঃ গোল করেই ছুটে গেলেন মোহনবাগান গ্যালারির দিকে। তাঁকে অনুসরণ করলেন আরও কয়েকজন লাল-হলুদ ফুটবলার। ম্যাচ শেষে কেরালার তরুণ ফুটবলার মহম্মদ বিলাল জানালেন, জীবনের প্রথম ডার্বিতে নামার আগে দলের সিনিয়র সতীর্থ, কেরালারই ছেলে জেসিন টিকে তাঁকে ফোন করে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ম্যাচের সেরা না হলেও এদিন লাল-হলুদ জনতার নয়নের মণি হয়ে ওঠেন বিলাল। প্রথম একাদশে সুযোগ না পেয়েও তাঁর মনে কোনও আক্ষেপ নেই।বিলাল বলেন, ম্যাচের আগে জেসিন ফোন করে উৎসাহ দিয়েছিল। বলেছিল, গোল করতে হবে। আমি করেছি। পরিবর্ত হিসেবে নেমেছি বলে কোনও আক্ষেপ নেই। কোচ যেভাবে খেলিয়েছেন, সেভাবেই খেলেছি। জেসিন এটাও বলেছিল, এই ম্যাচে গোল করতে পারলে সমর্থকরা মাথায় করে রাখবে।ম্যাচ ড্র হলেও সমর্থকদের মন জয় করেছে ইস্টবেঙ্গলের ফুটবল। তবে দলের কোচ অর্চিস্মান বিশ্বাস তেমন উচ্ছ্বাস দেখাননি। তিনি বলেন, ছেলেদের প্রশংসা যথেষ্ট নয়। ওরা দারুণ লড়াই করেছে।বলেছিলাম, হারানোর কিছু নেই, সেরাটা দাও। চেয়েছিলাম এই ছেলেরাই ডার্বি খেলুক, সিনিয়র দল থেকে কেউ না আসুক। ওরা সুযোগ না পেলে খারাপ হত।ডার্বির দুদিন আগে হঠাৎ অনুশীলনে এসেছিলেন বিনো জর্জ, যদিও ম্যাচের দিন ডাগআউটে ছিলেন না তিনি। এ প্রসঙ্গে অর্চিস্মান বলেন, বিনো ডাগআউটে থাকলেও সমস্যা হত না। কোচ হিসেবে উনি আমাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেন, আমাদের বোঝাপড়া ভালো।চোট পেয়ে মনোতোষ মাঝি মাঠ ছাড়তেই নামানো হয় বিলালকে, আর তিনিই হয়ে ওঠেন ম্যাচের নায়ক। শোনা যাচ্ছে, শীঘ্রই সিনিয়র দলে ডাক পেতে পারেন তিনি। গোলকিপার গৌরব সাউও দারুণ পারফর্ম করেন। তবে ডার্বি জিততে না পারার আক্ষেপ থেকেই গেল কোচের কণ্ঠে একবার বারে লাগা এবং একটি ফাঁকা গোল মিস হওয়ার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, জিততেও পারতাম।

ইউএস ওপেনে অঘটন বিদায় শীর্ষ দশের সাত তারকার

নয়া জামানা ঃ মাত্র আট দিনের মধ্যেই ইউএস ওপেনের পুরুষদের ড্রয়ে নেমে এসেছে শ্মশানের নিস্তব্ধতা। ইতিমধ্যেই প্রথম দশ বাছাইয়ের সাতজন খেলোয়াড় বিদায় নিয়েছেন টুর্নামেন্ট থেকে। প্রথম কুড়ি বাছাই ধরলে সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় পনেরোয়। নোভাক জোকোভিচ থেকে দানিল মেদভেদেভ পর্যন্ত দীর্ঘ তালিকায় রয়েছেন তাবড় তারকারা। সবচেয়ে অবাক করা বিষয়, হারের পর নিজেরাই সঠিক কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না অনেকে। কারও মাথা ঘুরছে, তো কারও শরীর থেকে হঠাৎ শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।প্রথম রাউন্ডেই মারিয়ানো নাভোনের কাছে হেরে বিদায় নেন জোকোভিচ, যিনি জানান কোর্টে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তই তাঁর কাছে অস্বস্তিকর ছিল। আর্থার ফিলসের কাছে হেরেছেন স্তেফানোস সিতসিপাস, দ্বিতীয় সেটে এগিয়ে থেকেও শক্তি হারিয়ে ফেলেন তিনি। অ্যালেক্স ডি মিনাউর হেরেছেন বোটিক ভ্যান ডি জান্ডশুপের কাছে, নিজের আনফোর্সড এররের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারেননি তিনি নিজেও। ফেলিক্স অগার-আলিয়াসিমে খাচানভের বিরুদ্ধে মাথা ঘোরা ও চোখে অন্ধকার দেখার সমস্যায় ভুগে ৪৭টি আনফোর্সড এরর করেন। দুই সেট ও এক ব্রেকে এগিয়ে থেকেও সেরুন্দোলোর কাছে হেরেছেন টেলর ফ্রিৎজ। ক্লান্তির কথা জানিয়েছেন ফ্লাভিও কোবোল্লিও।ঠাসা ক্রীড়াসূচিই এই রহস্যময় পতনের মূল কারণ। চোটের জন্য নাম প্রত্যাহার করেছিলেন ইয়ানিক সিনার ও ক্যাসপার রুডও। তবে এই অঘটনের মধ্যেও ফেভারিট হিসেবে টিকে রয়েছেন কার্লোস আলকারাজ ও আলেকজান্ডার জেরেভ। অন্যদিকে মহিলাদের বিভাগে ছবিটা সম্পূর্ণ বিপরীত, প্রথম ষোলোর এগারোজনই পৌঁছেছেন চতুর্থ রাউন্ডে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মহাযুদ্ধ, বের্নাবিউতে রিয়াল-ইন্টার দ্বৈরথ

নয়া জামানাঃ উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নতুন সুইস মডেল ফরম্যাটে আজ, মঙ্গলবার, ইউরোপীয় ক্লাব ফুটবলে জমজমাট লড়াইয়ের সাক্ষী থাকতে চলেছেন ভারতীয় দর্শকরা। চেনা গ্রুপ পর্বের বদলে এবার ৩৬ দলের বিশাল লিগ টেবিলে প্রতিটি গোল ও পয়েন্ট আনছে বড়সড় রদবদল।রাত ১০১৫ মিনিটে মুখোমুখি হবে অ্যাস্টন ভিলা ও ক্লাব ব্রুজ। উনাই এমেরির অধীনে দুরন্ত ফর্মে থাকা ভিলার হাই-প্রেসিং ফুটবলের সামনে পরীক্ষা দিতে হবে ব্রুজের জমাট রক্ষণকে। একই সময়ে গ্রিসে এইকে অ্যাথেন্সের মুখোমুখি অস্ট্রিয়ার এলএএসকে, যেখানে লিগ টেবিলের শীর্ষ ২৪-এ জায়গা করে নেওয়ার লড়াই।তবে রাতের মূল আকর্ষণ মধ্যরাত ১২৩০ মিনিটে সান্তিয়াগো বের্নাবিউতে। মুখোমুখি হবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সফলতম দল রিয়াল মাদ্রিদ ও ইতালির ইন্টার মিলান। নতুন কোচ হোসে মোরিনহোর অধীনে রিয়ালের আক্রমণাত্মক ফুটবলের বিপরীতে ইন্টারের নিখুঁত ৩-৫-২ রক্ষণ ব্যূহ ভাঙাই হবে বড় চ্যালেঞ্জ।একই সময়ে পোর্তোর মাঠে নামবে এনজো মারেসকার ম্যানচেস্টার সিটি, যাদের বল দখলের ফুটবলের সামনে পরীক্ষা নেবে পোর্তোর ট্রানজিশন-নির্ভর আক্রমণ। অন্যদিকে সিগন্যাল ইডুনা পার্কে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের প্রতিপক্ষ ভিয়ারিয়াল, যেখানে জার্মান দলের গতির বিরুদ্ধে স্প্যানিশ ক্লাবের ছোট পাসের ফুটবল কতটা কার্যকর হয়, সেটাই দেখার।আগামীকাল, ফুটবলপ্রেমীদের জন্য অপেক্ষা করছে আরও রোমাঞ্চ। আটলান্টার বিরুদ্ধে খেলবে আর্সেনাল, বেনফিকার মুখোমুখি হবে জুভেন্তাস, আর বায়ার্ন মিউনিখ-আতলেতিকো মাদ্রিদ ম্যাচে দেখা যাবে রক্ষণের মাস্টারক্লাস।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।